***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-IV, Issue-II, October 2015, Page No. 08-16*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# ঝাড়খণ্ডের 'মন্দিরগ্রাম' মলুটীর টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে পৌরাণিক আখ্যান: একটি অধ্যয়ন

**ড. সুজয়কুমার মণ্ডল**
*সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
**তনয়া মুখার্জ্জী**
*জুনিয়র রিসার্চ ফেলো, এস.ভি.এস.জি.সি.(ইউ.জি.সি), লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract***

*Maluti is a small village which is located in the borderland between West Bengal and Jharkhand. Actually this village was situated in the Birbhum district of Radh Bengal in the past. At present this village is in the territory of Dumka district within the state of Jharkhand. This village is historically and culturally significant. In spite of its small area, this village is well known to India and abroad because of architectural beauty of 108 terracotta temples. The king of Nankar state Baj Basanta Roy had established these temples. Due to this huge number of temples researchers considered Maluti to be a hidden Kashi. The* ***World Heritage Foundation****, USA has recognized the historic and cultural importance of the Village. This heritage village has been placed on the list of the world's twelve most endangered cultural heritage sites. The distinguished patterns of architectural styles have been reflecting the mythical, historical and social past of Bengal. Particularly terracotta plaques fixed on temples constitute valuable elements for reconstructing the socio-cultural heritage. The terracotta plaques with different motif are curved in linier design. The themes of the terracotta plaques are based on the stories of Ramayana, Mahabharata and myths. Amazing architectural and decorative skills can be traced through the temples of Maluti. In this present paper our prime focus will be on the mythical patterns of the architectures of these terracotta temples. Therefore in this paper we have discussed the architectural patterns and style of ornamentations of the terracotta temples of Maluti, and we have observed the use of mythical narratives. Moreover we have investigated on the purpose and subject matters of these distinguished architectural and sculptural designs in these temples which are based on the mythical stories. We think that our research shall highlight the distinctive features of these temples which are very relevant for critical observations.*

***Key Words: Terracotta, Architecture, Heritage, World Heritage Foundation, Terracotta Plaques, Mythology, Narratives.***

## ভূমিকা

ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সীমারেখায় অবস্থিত নানকার মলুটী এক মধ্যম আকৃতির গ্রাম। এই গ্রামটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভৌগোলিক বলয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কথিত আছে ১৮৫৫ সালে সিদু কানুর নেতৃত্বে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়, তারই পরিণাম স্বরূপ সাঁওতাল পরগণা জেলার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে এই গ্রামটি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা বিভাগের অন্তর্গত দুমকা জেলায় অবস্থিত। মলুটী বা নানকার মলুটী হল নিস্কর তালুক। ঐতিহাসিকদের মতে, ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়েস্বর আলাউদ্দিন হুসেন শাহের প্রদত্ত সনদ অনুসারে দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কয়েক মাইল বিস্তৃত ছিল নানকার রাজ্যের রাজধানী মলুটী। অন্যদিকে

মলুটী হল দেবভূমি। মহাযোগী বামাক্ষ্যাপা সহ অনেক সাধকের পদধূলি পড়েছে এই গ্রামে। মা মৌলীক্ষ্যা দেবীর পীঠ এই গ্রামেই অবস্থিত। আর এই গ্রামকে সকলের কাছে পরিচিতি দিয়েছে এখানকার অনন্য মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। একসময় ১০৮ টি টেরাকোটার মন্দির এখানে ছিল, এই জন্য গবেষকরা মলুটী গ্রামটিকে 'গুপ্তকাশী' বলেও অভিহিত করেছেন। তবে বর্তমানে এই গ্রামে ৭২ টি টেরাকোটার মন্দির রয়েছে। এই ৭২ টি টেরাকোটা মন্দিরের অলংকরণে আমরা অধিকাংশ মন্দিরের ক্ষেত্রেই পৌরাণিক আখ্যানের চিত্র-ফলক দেখতে পাই, যেমন- রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণ লীলার কাহিনী, বিষ্ণুর দশাবতার, দশমহাবিদ্যা, নানান পৌরাণিক দেব-দেবী প্রভৃতি। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল- মলুটীর টেরাকোটার মন্দির স্থাপত্যে পৌরাণিক আখ্যান। বর্তমান প্রবন্ধে মলুটীর টেরাকোটার মন্দির-স্থাপত্যে যে সব পৌরাণিক আখ্যান রয়েছে তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

**মলুটীর টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও অলংকরণ শৈলী**

'মন্দির গ্রাম' মলুটীর মন্দির-গুলির গঠনশৈলী বাংলার স্থাপত্য রীতিকে সম্পূর্ণ-ভাবে অনুসরণ করেছে একথা বলা যায় না। এখানকার মন্দির স্থাপত্যে উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের গঠন শৈলীর কিছুটা প্রভাব রয়েছে। মলুটী গ্রামে মন্দির স্থাপত্যের গঠনশৈলী মিশ্র প্রকৃতির; এখানে চালা, রেখা, মঞ্চ, একবাংলা ও সমতল ছাদের স্থাপত্য শৈলী দেখা যায়। মলুটী গ্রামে চালা দেউলের সংখ্যা ৫৭টি, রেখা দেউলের সংখ্যা ১টি, একবাংলা দেউলের সংখ্যা ১টি এবং সমতল ছাদ দেউলের সংখ্যা ১২টি। এইগ্রামে ১টি মাত্র রেখা দেউল রয়েছে। মন্দিরটির তলদেশ থেকে দরজার উপর পর্যন্ত মসৃণ এবং প্রবেশ পথের উপর হতে শিখর পর্যন্ত খাঁজকাটা। উপরের আমলকটি বেশ বড়ো। এখানকার চালা মন্দিরগুলির সম্মুখভাগ টেরাকোটার কারুকার্য দ্বারা অলংকৃত। সাতটি মন্দিরের সম্পূর্ণ অলংকৃত সম্মুখভাগ এখনও প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। আঠারোটি আংশিক অলংকৃত এবং পাঁচটি অলংকৃত সম্মুখ ভাগের মধ্যে তিনটি মন্দিরের অনেক ফলক চুরি হয়ে গেছে আর অন্য দুটি আবহাওয়া এবং অযত্নে প্রায় ধ্বংসের পথে। চালা মন্দিরের বাকি ২৫টি নিরাভরণ এবং তিনটি ধ্বংস প্রাপ্ত অবস্থায় পৌঁছেছে। তবে নিরাভরণ মন্দির শৈলী অতি সাধারণ। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একবংলা মন্দির ১টি রয়েছে। মন্দিরের স্থাপত্যকলা বাংলার লোকপ্রিয় এক বাংলা শৈলীর শ্রেষ্ঠ নমুনা। দোচালা কুটীর আকৃতির গঠন, সামনে ছোট বারান্দা এবং বারান্দার সামনে একটি কক্ষ অবস্থিত। এই কক্ষটির মন্দিরে গর্ভগৃহ রয়েছে। সংরক্ষণের প্রয়োজনে বেশ কয়েক বছর আগে সম্পূর্ণ মন্দির সিমেন্ট দিয়ে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়, ফলে দু-একটি স্থান ব্যাতীত ফলকের অলংকরণগুলি আর দেখা যায় না। মলুটী গ্রামটিতে রাসমঞ্চ মন্দিরের সংখ্যাও একটি। এই মন্দিরের মেঝে উঁচু প্লাটফর্মের উপর স্থাপিত অষ্টকোণাকৃতি মন্দির এবং আট দিকই খোলা। এর উদ্দেশ্য ভক্তরা যাতে চর্তুদিকে দাঁড়িয়ে বিগ্রহ দর্শন করতে পারেন। রাসমঞ্চ নাম হতে পরিস্কার বোঝা যায় যে এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা রাধাকৃষ্ণ কিন্তু মলুটীর রাসমঞ্চ মন্দিরে কালী প্রতিমার পূজা হয়। সমতল ছাদের মন্দিরগুলির গঠনপ্রণালী খুবই সাধারণ। এগুলি আয়তকার হয় এবং তিনদিক দেওয়াল দিয়ে ঢাকা থাকে। সামনের দিকে চওড়া বেশি হলে ছাদ ধরে রাখার জন্য থামের ব্যবহার করা হয়। মলুটীতে এই রকম মন্দিরের সংখ্যা বারো-টি। কথিত আছে একসময় এই মলুটী গ্রামে সব মিলিয়ে ১০৮টি টেরাকোটার মন্দির ছিল। জনশ্রুতিতে মলুটী 'মন্দিরের দেশ' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। আরও বলা যায় এখানে যত ঘর, তত মন্দির, বরং তার চেয়েও বেশি-এ সবই পোড়ামাটির কারুকার্যময় ইঁটের তৈরি। এখানে মহাকাব্য থেকে সাধারণ মানুষ, এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিপাহীরাও ফলকের বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছে; আর কৃষ্ণ তো সবর্ত্রই রয়েছে। বাড়ির পর বাড়ি আর মন্দিরের পর মন্দির গড়ে উঠেছে। তার সঙ্গে পোড়া ইঁটের লাল গায়ে মহাক্যাবের রচনা। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, সেই সঙ্গে স্থান পেয়েছে পুরাণের অনেক চরিত্র, নানা কাহিনী। মলুটী গ্রামের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যগুলিকে আমরা স্থায়ী উৎসর্গের নিদর্শন হিসাবে ধরতে পারি। এইসব মন্দির-স্থাপত্য শৈলীগত উৎকর্ষ ও শিল্পগত সক্রিয়তায় সমুজ্জ্বল। মন্দির নির্মাণে চতুর্দিক জুড়ে রয়েছে টেরাকোটার নতোন্নত খোদাই করা ইঁট। এই ইঁটগুলি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে স্থাপত্যের খাঁজে খাঁজে বসার উপযোগী হিসাবে গণিতের ছকে তৈরি। আর সেই ছকের মধ্যেই নতোন্নত খোদাই করে এক একটি বিষয়কে নিপুণভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এখানকার মন্দিরগুলিতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপরূপ মেল-বন্ধন লক্ষিত হয়। মন্দির গাত্রে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক যুক্ত রয়েছে। চৌকো ও জ্যামিতিক আকারে বিভাজিত প্যানেলে, অবয়বের ছোট মাপ ও বিন্যাসের নিরবিচ্ছন্নতা মন্দিরগাত্রের টেরাকোটা ফলকগুলিকে চিত্রাঙ্কনের গুণসম্পন্ন করে তুলেছে। প্রতিটি ফলকের চর্তুদিকে বর্ডার বা সীমারেখা থাকার ফলে এগুলি যে প্রকৃতপক্ষে স্থাপত্য নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত ইঁট তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ফলকগুলি দেখে বোঝা যায় প্রতিটি ফলক নির্মাণকালে সেই ফলকটি কোথায় প্রতিস্থাপন করা হবে এবং দর্শকেরা কোথায় থেকে দেখবে তা বিবেচনা করা হয়েছে। ফলকগুলির নকশা ও বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করলে নানা

প্রতীকী তাৎপর্য ধরা পড়ে। তাই অনেকক্ষেত্রেই এই শিল্পকর্মের Visual Reality এবং Natural Reality এর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

মলুটীর মন্দির স্থাপত্যের অলংকরণে বাংলার টেরাকোটা শিল্পের নিজস্ব ঐতিহ্যময় শিল্পশৈলীর ব্যবহার হয়েছে। এই শিল্প-কর্ম নান্দনিক প্রেক্ষিত অপরূপ। ধর্মের প্রয়োজনে এই স্থাপত্যগুলি সৃষ্টি হয়েছে। টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য শিল্পের আর একটি বিশেষ দিক হল Idealistic এবং Timelessness, তাই এই শিল্প নিঃসন্দেহে শাশ্বত। অবশ্যই সামগ্রিক বিচারে এই শিল্প রীতি লৌকিক।

**মলুটীর টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে পৌরাণিক আখ্যান**

মলুটী গ্রামের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যকে আমরা চারটি পাড়া বা তরফে ভাগ করে নিতে পারি, যেমন- শিকির বাড়ি, রাজার বাড়ি, ছয় তরফ ও মধ্যম বাড়ি। এই চারটি তরফ বা পাড়াতে বিভিন্ন প্রকারের মন্দির শৈলীর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। এখানে যেমন রয়েছে শিখর, রেখা ও মঞ্চ শৈলীতে নির্মিত মন্দির, তেমনি রয়েছে অষ্টকোণাকৃতি মন্দির, একবাংলা ও সমতল ছাদের দেবস্থল। মন্দিরগুলির উচ্চতা ১৫-৬০ ফুটের মধ্যে। ৩০ টি মন্দিরের সম্মুখভাগ বিচিত্র কারুর্কায যুক্ত টেরাকোটার ফলকে সজ্জিত এবং কোথাও কোথাও লাটেরাইট স্ল্যাব দ্বারা অলংকৃত। রাজার বাড়ির তরফের একটি শিব মন্দিরের মুখ্য প্যানেলের বড় আকারের ফলকে মহিষাসুরমর্দিনীর এক নিখুঁত মনোরম চিত্র মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকলার চরম উৎর্কষতার ছাপ রয়েছে। পাশের দুই প্যানেলে নীচ হতে উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে সাজানো ফলকগুলিতে রাসলীলা ও কৃষ্ণলীলার বিষয়গুলি রয়েছে; নিচের দিকের ফলকে এবং দুপাশের প্যানেলে দেখা যায়: রামের বনাগমন, সীতাহরণ, জটায়ূবধ ইত্যাদি। ছয় তরফের মন্দিরগুলির ওপর দিকের প্যানেলে এবং পাশের প্যানেলে রয়েছে পুরাণ এবং তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন দেবদেবী, দশাবতার ও দশ মহাবিদ্যার দৃশ-ফলক।

এখানকার প্রায় ৩০ টি মন্দিরের প্রবেশদ্বারে রাম রাবণের যুদ্ধই অতিমাত্রায় স্থান করে নিয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে রাম ও রাবণ উভয়ে উভয়ের মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত। তাঁদের সৈন্যবাহিনী বানর এবং রাক্ষসেরাও পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। আবার অনেকগুলি মন্দিরের প্যানেলে রাম ও রাবণের মধ্যে যুদ্ধের চিত্র রয়েছে। এখানকার মন্দিরগুলিতে এমন কিছু রাম রাবণের যুদ্ধ চিত্র রয়েছে যা দর্শকদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। রাবণের পরনে যে বস্ত্র রয়েছে সেটি পরার ঢং বেশ খানিকটা আলাদা। পায়ে রাজাদের নাগরা জুতো আবার পায়ের নিচে রয়েছে একটি পিঁড়ি। তার নীচে রয়েছে চারটে চাকা, ঐ চাকাগুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে উনি রথে চেপে যুদ্ধ করছেন। তাঁর কুড়ি হাতে নানা অস্ত্র। অন্যদিকে মাথায় ঝুঁটি বাঁধা বনবাসী রাম ও লক্ষ্ণণ। হাতে তীর ধনুক। পিছনে বিভীষণ জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। রাবণ রথে আর রামচন্দ্র হনুমানের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেছেন।[১]

রাজার বাড়ির তরফে একটি মন্দিরের মুখ্য প্যানেলে বড় আকারের ফলকে মহিষাসুরমর্দিনীর এক নিখুঁত মনোরম চিত্র মধ্য যুগীয় স্থাপত্যকলার চরম উৎকর্ষতার ছাপ রেখেছে। দশ প্রহরণ ধারিণী দুর্গার দুই পাশে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর চিত্র রয়েছে। নীচে রয়েছে মা দুর্গার বাহন সিংহ এবং ত্রিশূলবিদ্ধ অসুর। অলংকরণের মধ্যে কার্তিক এবং গণেশের উপস্থিতি দেখা যায় না। রাজার বাড়ির তরফে অন্ততঃ তিনটি মন্দিরের মুখ্য প্যানেলে এইরকম বিশেষ চিত্র ছিল, বহু পূর্বে সেগুলি চুরি হয়ে যায়। শোনা যায় ঐগুলির মধ্যে একটি ফলকে ছিল কমলে কামিনী।

মন্দির গ্রাম মলুটীর এই চারটি তরফের মন্দির স্থাপত্যে যে সব পৌরাণিক আখ্যান গুলি দেখা যায় সেগুলি হল ছয় তরফ এবং শিকির বাড়ির মন্দির স্থাপত্যে দশাবতার ও দশমহাবিদ্যার চিত্র ফলক। ছয় তরফের একটি শিব মন্দিরে এই দশাবতারের চিত্র ফলকগুলি খুবই স্পষ্ট: মৎস, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম,রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। এই দশাবতারের মধ্যে পাঁচ-ছটি অবতারের চিত্র ঐ মন্দিরের মুখ্য প্যানেলের উপর রয়েছে। পরশুরাম ও বুদ্ধদেবের চিত্রাঙ্কিত ফলক আমাদের চোখে পড়ে না। দুর্গার দশটি রুপ নিয়ে দশমহাবিদ্যা, এঁদের নাম- কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধুমাবতী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, বগলা ও কমলা, সকল মন্দিরে এঁদের সকলকে একসঙ্গে স্থান দিতে না পারলেও কোন কোন মন্দিরে একাধিক মহাবিদ্যার স্থান রয়েছে। কারুকার্যমণ্ডিত এই মন্দিরগুলির উপরের অংশে দেখা যায় মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে। মন্দিরগুলি শিবালয় কিন্তু মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতার রূপ ভিন্ন। কোনটিতে রয়েছে কালী কয়েকটিতে আছে দুর্গা এবং এক জায়গায় দেখা যায় রামের চিত্র ফলক।

এখানকার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের অলংকরণে পৌরাণিক আখ্যান আমাদের অতিমাত্রায় দৃষ্টিগোচর হয়। মলুটীর টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনাগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি সম্পর্কে বিষয় অনুসারে নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল:

**রামায়ণের কাহিনী**

শুধু মলুটীর টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য নয় পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের গাত্রে রামায়ণের কাহিনী এক অন্যতম আখ্যান বলে বিবেচিত হয়। কোন কোন গবেষক একে পূর্ব ভারতের রাম উপাসনার কারণ বলে মনে করেছেন। রামায়ণের বহু কাহিনী-দৃশ্য এখানকার প্রায় সব মন্দিরগুলিতেই পাওয়া যায়। এই দৃশগুলি কমবেশি বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের টেরাকোটা অলংকৃত মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছে, তবে কাহিনী- সমূহের মধ্যে লঙ্কা যুদ্ধ অত্যধিক জনপ্রিয় হওয়ায় টেরাকোটার ফলকে এর দৃশ্য চিত্র প্রায় প্রতিটি মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের সম্মুখভাগে প্রবেশ পথের খিলানের ওপরের প্রস্থে রাম ও রাবণের সম্মুখ সমর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিপূণতার সঙ্গে উৎকীর্ণ হয়েছে।

চিত্র নং- ১ টেরাকোটা ফলক-দৃশ্য: রাম রাবণের যুদ্ধ

কোন কোন মন্দিরের প্রবেশপথের ওপরের অংশের বাঁদিকে রয়েছে রথারুঢ় শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষণ এবং পশ্চাতে রয়েছে বহু বানর সেনা এবং ডানদিকে দশমুখ ও দশহাত যুক্ত রাবণ বিশাল একটি রথে আরুঢ এবং তাঁর পশ্চাতে রাক্ষসসেনা। উভয়ে পরস্পরের প্রতি বাননিঃক্ষেপরত (**চিত্র নং- ১**)। রাবণের সীতাহরণ ও জটায়ূ কতৃর্ক রাবণের রথ আক্রমনের দৃশ্য এখানকার সব পাড়া বা তরফের টেরাকোটা মন্দিরে দেখা যায়। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে লঙ্কা যুদ্ধ দৃশ একটি উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু বা মোটিফ রূপে মন্দির টেরাকোটায় গৃহীত হয়। লঙ্কাযুদ্ধের আগে যুদ্ধের প্রস্তুতি বিষয়েও কিছু কিছু টেরাকোটার দৃশ্য ফলকও এখানকার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে দেখা যায়। যুদ্ধের প্রারম্ভে বানর সেনাদের সঙ্গে রাম ও লক্ষণের পরামর্শ লঙ্কা যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে লঙ্কায় যাওয়ার জন্য সেতু বন্ধন দৃশটি বহু মন্দিরে পাওয়া যায়। মলুটীর অধিকাংশ মন্দিরে রাম সীতার উপবিষ্ট মূতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে দরজার মাথার উপরে একেবারে মন্দিরের কেন্দ্র স্থলে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মন্দিরে এই চিরপরিচিত রামায়ণের কাহিনির মোটিফ সম্পর্কে শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু মন্তব্য করেছেন:

> *"রামায়ণ নির্ভর শিল্পের এইসব উদাহরণ থেকে রামকথা প্রচলনের বিস্তৃতি বোঝা যায়। শিল্পে এবং সাহিত্যে রামকথার প্রচলন হয়েছে মূলত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে- ক রামকথার নায়ক রাম খ বিষ্ণুর অবতার রাম গ রামভক্তি সাধনার ধারক রাম। বলাবাহুল্য এই তিনটি স্তর কালক্রমের বিচারে একের পর একটি এসেছে"।* [২]

মন্দিরগাত্রে রামায়ণের কাহিনীর জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে প্রণব রায় মন্তব্য করেছেন:

> *"ভক্তিরসাশ্রিত রামকথাকাব্যগুলি কথকতা ও গানের মাধ্যমে সমাজে অসাধরণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রামাবতারের বিভিন্ন লীলা সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে নাড়া দিতে থাকে। কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে রামভক্তিমন্দির স্থপতি ও টেরাকোটা শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করল মন্দিরগ্রাত্রে রামলীলা দৃশফলক সৃষ্টির জন্যে"।*[৩]

মলুটীর রাজা বাজ বসন্ত ছোট ছোট কিন্তু অপূর্ব সুন্দর আঞ্চলিক প্রভাবযুক্ত অসংখ্য টেরাকোটার মন্দির মলুটীতে নিমার্ণ করেন, যেগুলি আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও বিস্তৃত অলংকরণ ও স্থাপত্যকলায় অপূর্ব সৌন্দর্যের পরিচায়ক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মলুটীর টেরাকোটা মন্দিরে রামায়ণের কাহিনী অধিক মাত্রায় স্থান পেয়েছে। যদিও মলুটীর প্রায় সব কটি মন্দির শিব মন্দির। মলুটীর টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে রামায়ণের কাহিনীর প্রভাব সম্পর্কে বলা যায়:

ক. উত্তর ভারতের মতো পূর্ব ভারতে রামভক্তির জনপ্রিয়তা একই রকমভাবে ছিল।

খ. কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালির মধ্যে দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে রামায়ণের কাহিনীর জনপ্রিয়তা লাভের আর একটি কারণ।

গ. বিষ্ণুপুরের মন্দির স্থাপত্য যথা শ্যামরায়, জোড়বাংলা এবং মদনমোহন মন্দিরের অলংকরণে রামায়ণের কাহিনীর প্রভাব দেখা যায়। মলুটী যেহেতু মল্লভূমের অন্তর্গত ছিল তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানকার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে এর প্রভাব এসে পড়েছে।

ঘ. অনুমান করা যায়, যে সমস্ত কারিগররা বিষ্ণুপুর বা রাঢ় বাংলার অন্য স্থানে মন্দির নির্মাণ কারেছিলেন সেই সমস্ত কারিগররাই মলুটীতে মন্দির নির্মাণ করতে এসেছিলেন।

## কৃষ্ণলীলার কাহিনী

আমরা জানি সপ্তদশ শতকের নির্মিত-মন্দির গুলিতে কৃষ্ণলীলার কাহিনী এবং রামায়ণের কাহিনী অধিক মাত্রায় স্থান পেয়েছিল, মলুটীর টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ভক্তি আন্দোলনের ফলে টেরাকোটা মন্দির গাত্রে কৃষ্ণকথা বারবারই গুরুত্ব পেয়েছে। এখানকার টেরাকোটা মন্দিরের স্থাপত্যে কৃষ্ণলীলার কাহিনী দৃশ্য আমরা সাধারণত মন্দিরগুলির পাশের প্যানেলে অথবা ভিত্তি প্রস্তরের কিছুটা ওপরের অংশে দেখতে পাই (চিত্র নং-২)। টেরাকোটার ফলকগুলিতে কৃষ্ণলীলার অলংকরণ অধিকাংশ মন্দিরেই দেখা যায়। মহাভারতের মুখ্য চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ জনপ্রিয়তাই এর প্রধান ও প্রকৃত কারণ বলে মনে করা হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিবাদ আপামর জনসাধারণের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব ও তাঁর অলৌকিক লীলা সেকালে সকলের মনকে ভক্তিরসসিক্ত করে তোলে। সে যুগের শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশে এই ঘটনা বিশেষ প্রেরণার সৃষ্টি করে। মন্দির টেরাকোটা শিল্পে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের মূল উৎস রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা দৃশ প্রাধান্য বিস্তার করে। এ প্রসঙ্গে শম্ভু ভট্টার্চায তাঁর গ্রন্থে বলেছেন:

চিত্র নং- ২ টেরাকোটা ফলক-দৃশ্য: কৃষ্ণের বস্ত্র হরণ

*"বাংলার মন্দিরগাত্রের কৃষ্ণলীলা- বিষয়ক প্যানেলগুলির প্রায় সবই ভাগবত ও লোকপ্রচলিত কৃষ্ণকাহিনী নির্ভর। এছাড়া, বাংলার মন্দির ভাস্কর্য্যে কৃষ্ণেরর জন্ম থেকে মধুরাগমন পর্যন্ত লীলাই চিত্রিত হয়েছে- মহাভারতের কৃষ্ণ প্রায় অনুপস্থিত"।* [৪]

মলুটীর টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যে সব ফলক দেখা যায় সেগুলি হল কৃষ্ণের ষড়ভুজ মূর্তি, রাধা কৃষ্ণের ফলক, কৃষ্ণ ও গোপীদের নৌকা বিলাস, কদম্ব বৃক্ষ তলে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি।

## দশমহাবিদ্যার কাহিনী

রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণ লীলার কাহিনী প্রভৃতি ছাড়াও মলুটী গ্রামের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে দশমহাবিদ্যার কাহিনীর দৃশ্য ফলক ছয় তরফ, শিকির বাড়ি প্রভৃতি জায়গায় অবস্থিত মন্দিরে স্থান করে নিয়েছে। কোন মন্দিরের পাশের ফলকে কোন মন্দিরের ওপর দিকের ফলকে এই দশমহাবিদ্যা বিষয় কে আমরা দেখতে পাই। লম্বা এবং ছোট আকারের ফলকে এই দশমহবিদ্যা এখানকার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে স্থান করে নিয়েছে। আবার ছয় তরফের কোন কোন মন্দিরে পাশের প্যানেলে চৌকোনা খোপে পর পর দশমহাবিদ্যার ফলকগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এই দশমহাবিদ্যারা হল - কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী , ধুমাবতী, মাতঙ্গী, বগলা ও কমলা। এই দশমহাবিদ্যা নারী শক্তির অন্যতম আধার হিসাবে আমাদের সমাজে পরিগণিত হয়। এই দশমহাবিদ্যা নারী শক্তিকে জাগরিত করে ও উজ্জীবিত করে। শুধু মলুটী নয় রাঢ় বাংলার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে এই দশমহাবিদ্যা স্থান করে নিয়েছে। দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে হংসনারায়ণ ভট্টার্চায মন্তব্য করেছেন:

*"বাঙালি তান্ত্রিকের নিজস্ব কল্পনার ফল দশমহাবিদ্যা। মধ্যযুগেই এই মহাবিদ্যার ধারণা তৈরি হয়। মুণ্ডমালা ও চামুণ্ডা তন্ত্রে মহাবিদ্যাদের দশাবতার-ধারণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণু প্রকৃতিরুপে এবং শিব পুরুষরুপে কল্পিত হয়েছেন এখানে, বিষ্ণুরুপে প্রকৃতির দশটি ভেদ তার দশাবতার। যেমন কালী কৃষ্ণরুপা, তারা রাম, বগলা কূর্ম, ধূমাবতী মীন, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ ভৈরবী বরাহ, ষোড়শী পরশুরাম, ভুবনেশ্বরী বামন, কমলা বুদ্ধ, দুর্গা কল্কি"।* [৫]

**দশাবতারের কাহিনী**

টেরাকোটার ফলকে একটি জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় বিষয় হল বিষ্ণুর দশবতারের চিত্র ফলক। রাঢ়- বঙ্গের প্রায় সব টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে এই দশাবতারের কাহিনী দেখা যায় মলুটীও এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম নয়। এই গ্রামের প্রায় চারটি তরফেই কম বেশি এই বিষ্ণুর দশাবতারের কাহিনী স্থান করে নিয়েছে কখনও একেবারে প্রবেশ পথের ওপরের অংশে আবার কখন পাশের ফলকে। এই দশবতারের দশটি অবতার হল- মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম দাশরথি, বলরাম(বলদেব), বুদ্ধ ও কল্কি অবতার। গীতা বা মহাভারতের এই দশাবতার সর্ম্পকে বলা হয়েছে জাগতিক ধর্ম রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নৈতিক সততা, আচার-আচরণ ও পবিত্রতার এক আদর্শ প্রতিমূর্তি হিসাবে ন্যায় পরায়ণ ও নিরপেক্ষতার দ্বারা বিভিন্ন নরমূর্তি ও পশুমূর্তি ধারণ করে এরা নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে নীহার ঘোষ মন্তব্য করেছেন:

*"নানা মতভেদ সত্বেও সাধারণন ভাবে যে দশটি অবতার রুপে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীতে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে সেগুলি হল- মৎস, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, তিনজন রাম, বুদ্ধ ও কল্কি। অন্ত্য-মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত ইষ্টকনির্মিত মন্দিরগুলির টেরাকোটা অলংকরণে রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন আশ্চর্য ও নতুনতর রুপে উপস্থাপিত এই অবতার প্রতিমূর্তির চিত্রবদ্ধ কাহিনী বিন্যাস প্রায় অপরিহার্য বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল"।* [৬]

মলুটির মন্দির টেরাকোটার অলংকরণে রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলার কাহিনী, দশমহাবিদ্যার কাহিনী, দশাবতারের কাহিনী ছাড়াও অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি ফলক স্থান পেয়েছে যেমন – শিব, দুর্গা, কালী, চণ্ডী এবং অপরাপর দেব-দেবী (চিত্র নং- ৩)। রাজার বাড়ির তরফের একটি মন্দিরের বড় আকারের ফলকে মহিষাসুরমর্দিনীর এক নিঁখুত মনোরম চিত্র মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকলার চরম উৎকর্ষতার ছাপ রেখেছে শিল্পীরা। দশপ্রহরণ ধারিণী দুর্গার দুই পাশে লক্ষী সরস্বতীর চিত্র রয়েছে। নীচে রয়েছে মা দুর্গার বাহন সিংহ এবং বাণবিদ্ধ অসুর। অলংকরণের মধ্যে কার্ত্তিক ও গনেশের উপস্থিতি দেখা যায় না।টেরাকোটার অলংকরণ রাঢ় বংলা তথা বাংলার মন্দিরে কেবলমাত্র অলংকরণ ছিল না, এগুলি ছিল বাঙালির ভক্তিরসসিক্ত প্রাণের প্রকাশ। কৃষ্ণভক্তি ও রামভক্তি বাঙালির হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল একসময়। টেরাকোটা ফলকের মধ্যে সেটাই বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। টেরাকোটা ফলকের মূর্তিগুলির ভাব-ভঙ্গী, আকার, বেশভূষার মধ্যে দেবলীলা কতটা প্রকটিত হয়েছে, তা বির্চায; কিন্তু মূর্তিগুলি যে সাধারণ শিল্পীদের নিজস্ব কল্পনার এক বিচিত্র সৃষ্টি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

**মলুটীর মন্দির স্থাপত্যে টেরাকোটা ফলকে পৌরাণিক আখ্যান ব্যবহারের প্রেক্ষিত**

এই প্রবন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মলুটী দেবভূমি। এখানে মহাযোগী বামাক্ষ্যাপা সহ বিভিন্ন সাধকের পদধূলি পড়েছে। মলুটীর রাজা বাজ বসন্ত ছিলেন শৈব ধর্মের উপাসক। তাই মলুটীর অধিকাংশ মন্দির শিব মন্দির। আর এখানকার অধিকাংশ টেরাকোটার মন্দিরই পৌরাণিক আখ্যানের আধিক্য দেখা যায়। এবার আমরা আলোচনা করবো মলুটীর টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে পৌরাণিক আখ্যান ব্যবহারের প্রেক্ষিত সম্পর্কে:

প্রথমতঃ মলুটীর রাজারা শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবে এখানকার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে পৌরাণিক কাহিনীর প্রভাব চলে এসেছে।

দ্বিতীয়তঃ অতীত অনুসন্ধান করলে জানা যায়, মলুটীর মন্দির স্থাপত্যগুলি যে সব শিল্পীরা তৈরী করেছিলেন তারা বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের ছিলেন। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির স্থাপত্যে আমরা পৌরাণিক আখ্যানের প্রভাব দেখতে পাই তাই স্বাভাবিক-ভাবে এই প্রভাবও মলুটীর টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ মলুটী এমন একটি গ্রাম যেখানে হিন্দু ছাড়া অন্যান্য জাতির লোকের বাস বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের লোকের বাস অধিক দেখা যায়। এখানকার মন্দির-স্থাপত্যে পৌরাণিক আখ্যান চিত্রনের আর একটি কারণ বলে মনে করা যেতে পারে।

চিত্র নং- ৩ টেরাকোটা ফলক-দৃশ্য: মহিষাসুরমর্দিনী

চতুর্থতঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মলুটীর রাজারা শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন। কিন্তু মলুটীতে এমন অনেক টেরাকোটার মন্দির আছে যেখানে শাক্ত মতে পূজা করা হয়, এর ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা শিব পুরাণ, কালিকা পুরাণ প্রভৃতির প্রভাব এখানকার মন্দির স্থাপত্যে দেখতে পাই।

পঞ্চমতঃ উত্তর ভারতের মতো পূর্ব ভারতেও রামায়ণের কাহিনী অতি মাত্রায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, মলুটীও এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম নয়। মলুটীর প্রায় প্রতিটি টেরাকোটা মন্দিরের অলকরণে রাম রাবণের যুদ্ধই প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ষষ্ঠতঃ মলুটীর রাজ পরিবার শৈব ধর্মের উপাসনা করলেও রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলার কাহিনী, দশমহবিদ্যার কাহিনী, বিশ্নুর দশবতার প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয়েও তাদের ভক্তির পরিচয় এখানকার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের অলংকরণে আমরা দেখতে পাই।

**উপসংহার**

মলুটীর মন্দির-স্থাপত্যে রাম রাবণের কাহিনী, শিব,কালী, দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণন, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বিষয়ক পৌরাণিক আখ্যন অপরূপভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কজেই আখ্যান-চর্চার ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত টেরাকোটা মন্দিরগুলির মত এখানকার টেরাকোটার মন্দিরগুলিও অত্যন্ত গুরূত্বপূরন। গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গীতে রাঢ়- বঙ্গ তথা বংলা টেরাকোটার অলংকৃত ফলকগুলি পর্যবেক্ষণ করলে নানান বিষয়ের আখ্যান পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে Mythological Narrative বা পৌরাণিক আখ্যান এবং Oral Narrative বা মৌখিক আখ্যানের প্রাধান্য দেখা যায়। ইঁটের তৈরি মন্দিরে টেরাকোটার মূর্তিগুলির প্রায় সবই ছোট বড়ো টালিতে 'ব্যাস রিলিফ' পদ্ধতিতে খোদিত এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি একখিলান বা ত্রিখিলান প্রবেশ পথের ওপরে, কার্ণিশের নীচে ও দুপাশে ছোট্ট ছোট্ট কুলুঙ্গীতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এখানকার মন্দির স্থাপত্যের অলংকরণে বাংলার টেরাকোটা শিল্পের নিজস্ব ঐতিহ্যময় শিল্প শৈলীকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শিল্পকর্মের নান্দনিক প্রেক্ষিত অপরূপ। ধর্মের প্রয়োজনে এই স্থাপত্যগুলি সৃষ্টি হলেও তা শিল্পগতগুণে অনন্য ও ভাবঐশ্বর্যময়।

***তথ্যসূত্র***

1. *মুখোপাধ্যায়, গোপালদাস, নানকার মলুটী, হর্ষ এন্টারপ্রাইজ, কাস্টগড়া, বীরভূম, পৃ. নং-৮৮।*
2. *বসু, শ্রীলা, ও অভ্র বসু, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, পৃ. নং-৯৫।*
3. *রায়, প্রণব, বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও ভার্স্কয, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, মেদিনীপুর, পৃ. নং-১০২।*
4. *ভট্টার্চায, শম্ভু, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, মনন প্রকাশন, কলকাতা,পৃ. নং-১৬১-১৬২।*
5. *দ্রষ্টব্য ২ নং, পৃ. নং-১৩০।*
6. *ঘোষ, নীহার (ভাষান্তর শাশ্বতী ঘোষ ও গীতা নিয়োগী), বাংলার মন্দির শিলপ শৈলী (অন্ত মধ্যযুগ), অমর ভারতী, কলকাতা, পৃ. নং-১৪৪।*

***তথ্যদাতা***

1. *গোপালদাস মুখোপাধ্যায় (৯০), গৌতম চ্যাটার্জী (৫৫), কালীপ্রসাদ চৌধুরী (৬২), রিন্টু চ্যাটার্জী (৪৫), নিলীমা চ্যাটার্জী (৮০), সঞ্জীব রায় (৩০), নুপুর চ্যাটার্জী (৫০), সোমা সাহা (৪৫), অমলেন্দু মুখার্জী (৭০), ডাঃ তুষার বরণ রায় (৬৫), মনোজ চ্যাটার্জী (৭৫) প্রমুখ, ঠিকানা: গ্রাম- মলুটী, থানা- শিকারীপাড়া, জেলা- দুমকা, পিন ৮১৪০৩,ঝাড়খণ্ড।*

**গ্রন্থপঞ্জী**


1. আহমেদ, তোফায়েল, আমাদের প্রাচীন শিল্প (দ্বিতীয় সংস্করণ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।
2. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৮০।
3. ঘোষ, নীহার (ভাষান্তর শাশ্বতী ঘোষ ও গীতা নিয়োগী), বাংলার মন্দির শিলপ শৈলী (অন্ত মধ্যযুগ), অমর ভারতী, কলকাতা, ২০১২।
4. ঘোষ, প্রদ্যৎ, বাংলার লোকশিল্প, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪।
5. মণ্ডল, সুজয়কুমার, লোকশিল্প: তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত, নটনমকোলকাতা, কলকাতা, ২০১১।
6. মুখোপাধ্যায়, গোপালদাস, বাজের বদলে রাজ, হর্ষ এন্টারপ্রাইজ, কাস্টগড়া, বীরভূম, ২০১১।
7. মুখোপাধ্যায়, গোপালদাস, নানকার মলুটী, হর্ষ এন্টারপ্রাইজ, কাস্টগড়া, বীরভূম, ২০১২।
8. বন্দোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, বাঁকুড়ার মন্দির, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৫।
9. বসু, শ্রীলা, ও অভ্র বসু, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১৫।
10. ভট্টার্চায্, শম্ভু, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, মনন প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯।
11. রায়, প্রণব, বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও ভার্স্কয, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, মেদিনীপুর, ১৯৯৯।
12. চক্রবর্তী, রতনলাল, বাংলাদেশের মন্দির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
13. সাঁতরা, তারাপদ, পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী, কলকাতা, ১৯৯৮।
14. Bandyopadhyay, Sukhamay, Temples of Birbhum, B.R. Publishing Corporation, Delhi, 1984.
15. Chowdhury, Saifuddin, Early Terracotta Figure of Bangladesh, Bangla Academy, Dhaka, 2000.
16. Dasgupta, Prodosh, Temple Terracotta of Bengal, Crafts Museum, New Delhi, 1971.
17. Deva, Krishna, Temples of North India, National Book Trust, New Delhi 1986.
18. Dey, Mukul, Birbhum Terracotta's, Lalit Kala Academy, New Delhi,1959.
19. George, Michell(ed.), Brick Temples of Bengal, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983.
20. Mc Cutchion, David J, Late Mediaeval Temples of Bengal- Origin and Classification, The Asiatic Society Monograph Series, V. XX, Calcutta 1992.


**পত্রপত্রিকা**


1. দত্ত, বরুণ, 'কালীপূজার মলুটী দর্শন', সাপ্তাহিক বর্তমান, ২২ অক্টোবর, ২০১১।


**অনুগবেষণাপত্র**


1 . মুখার্জ্জী, তনয়া, মলুটী গ্রামের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যঃ একটি পুরাতাত্ত্বিক অন্বেষণ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, ২০১২।


**ওয়েবসাইট**

প্রবন্ধটি তৈরিতে যে যে ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল:


www. Maluti.com Viewed on 15.07.2015
www. Maluti. Org Viewed on 15.07. 2015
https\\ rangandutta.Wordpress.com Viewed on 11.06.2015
timesofindia.indiatimes.com\city\ranchi\Terracotta-temples-of-malui-to-be-part-of-R-day-tableau\articleshow Viewed on 27.01.2015

w.w.w.anlassociates.com\projects\ monuments Viewed on 03.03.2015
https:\\rangandatta.wordpress.com Viewed on 01.08.2015
globalheritagefund.org\onthewire\taglist Viewed on 04.01.2015